গাংনীতে বিএনপির সমাবেশ স্থলের কাছে ৩টি টাইম বোমা বিষ্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে তিনটি টাইম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

রোববার বিকেল ৩টার দিকে গাংনী বাজারে হাসানের চায়ের দোকানের পাশে দুটি এবং বাঁশবাড়িয়া আনসার-ভিডিপি ক্লাবের ওপর একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

গাংনী বাজারের বোমা বিস্ফোরণের স্থান থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়। আর বাঁশবাড়িয়ার বিস্ফোরণস্থলের পাশেই বিএনপির জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন জানান, আজ বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি রয়েছে। এ কারণে কয়েকজন নেতাকর্মীকে নিয়ে বিএনপি কার্যালয়ের কাছাকাছি একটি চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে দুটি টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।

এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিএনপির কর্মসূচি বানচাল করার জন্য এ ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে বলে দাবি করেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাদের ধারণা, বিস্ফোরণস্থলের একটি গাছের মধ্যে টাইম বোমা রাখা হয়েছিল।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে। আমরা বিএনপি কার্যালয়েই বসে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ বিকট শব্দে টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি দুটি টিনের টুকরা ও ব্যাটারি পড়ে রয়েছে। আমাদের অনুষ্ঠান বানচাল করার জন্য কে বা কারা এগুলো রেখে গেছে, তা দ্রুত শনাক্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা শিমুল কুমার দাস বলেন, সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরণের আলামত

উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

তবে তিনি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি।

সৌদি আরবে দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী মেহেরপুরের সালাম

পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরানোর স্বপ্ন নিয়ে ১৪ মাস আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছিলেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ২২ বছর বয়সী সালাম হোসেন। স্বপ্ন ছিল বিদেশে কাজ করে পরিবারের অভাব দূর করবেন, বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাবেন।

কিন্তু সেই স্বপ্নের পথেই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এখন শয্যাশায়ী সালাম, আর ছেলের চিকিৎসা চালাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তার পরিবার।

চলতি বছরের ৭ মার্চ, রমজান মাসে রোজা রেখে সৌদি আরবে মোটরসাইকেলে পণ্য সরবরাহের কাজ করছিলেন সালাম। ইফতারের আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

বৃষ্টিতে ভেজা সড়ক দিয়ে মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের আইল্যান্ডে ধাক্কা লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে টানা সাত দিন কোমায় থাকার পর জ্ঞান ফেরে তার। তবে এরপর আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি তিনি।

সালামের বাবা জহুরুল ইসলাম জানান, একমাত্র ছেলে পরিবারের হাল ধরবে এই আশাতেই তাকে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

প্রথমে ছেলেকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর জন্য এক দালালের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করেন। কিন্তু প্রতারণার শিকার হয়ে সেই টাকা হারাতে হয়।

এরপর আরও পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে সালামকে সৌদি আরবে পাঠানো হয়।

পরিবার। ফলে চিকিৎসার পুরো চাপ এসে পড়েছে পরিবারের ওপর।

বর্তমানে বাড়িতে শয্যাশায়ী সালাম। চিকিৎসা চালিয়ে যেতে প্রয়োজন বিপুল অর্থ। কিন্তু সবকিছু হারিয়ে পরিবারের পক্ষে সেই ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সালাম বলেন, “আমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাই। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। পরিবারের পক্ষে এই খরচ বহন করা সম্ভব নয়। সমাজের বিত্তবানদের কাছে সহযোগিতা চাই।”

সালামের অসহায়ত্বের কথা জানতে পেরে স্থানীয়রাও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে দাঁড়িয়েছেন। স্থানীয়ভাবে এরই মধ্যে প্রায় ১০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে পরিবারকে দেওয়া হয়েছে।

তবে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার তুলনায় এই অর্থ খুবই সামান্য। তাই সালামের চিকিৎসায় সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, “আমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করেছি। কিন্তু সালামের চিকিৎসায় আরও অনেক টাকা প্রয়োজন। সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে এলে ছেলেটা আবার সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে।”

যে বয়সে পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার কথা, সেই বয়সেই এখন বিছানায় পড়ে অন্যের সহযোগিতার অপেক্ষায় সালাম। পরিবারের ভাগ্য বদলাতে বিদেশে গিয়েছিলেন তিনি। অথচ একটি দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে তার স্বাভাবিক জীবন এবং বিপর্যস্ত করে দিয়েছে পুরো পরিবারকে।
ছেলেকে সুস্থ করতে গিয়ে শেষ সম্বলটুকুও হারিয়েছে পরিবারটি। এখন সালামের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে প্রয়োজন মানুষের সহযোগিতা। সালামের চিকিৎসায় সহযোগিতা পাঠানো যাবে বিকাশ: ০১৭১০-৭৪৫৫২৯, জনতা ব্যাংক: ০১০০২৩৯০৬৭২৪১ এলপিসি, বামন্দী শাখা, গাংনী, মেহেরপুর।

সালামের পরিবারের আশা, সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান মানুষগুলো পাশে দাঁড়ালে ২২ বছরের এই তরুণ আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন।

[redacted]

[redacted]

জহুরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি আরও বলেন, বাড়ির গেটে তালা দেওয়া ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চোরেরা ছাদ দিয়ে উঠে সিঁড়ি ব্যবহার করে ঘরে প্রবেশ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, চুরির খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ২ ব্ছরের শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে কনা খাতুন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান মসজিদ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। কনা খাতুন ছাতিয়ান মসজিদ পাড়ার কৃষক মামুন মিয়ার মেয়ে।

কনা’র দাদা জানান, কনা বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে ভ্যানে বসে খেলা করছিল। এমন সময় আমরা বাড়িতে চলে আসলেও কনা সেখানেই খেলা করছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা কনা খোঁজ করতে শুরু করি। বেশ কিছু সময় তাকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে পরে পুকুরে মরদেহ ভাসতে দেখি। পরে সেখান থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১২ লাখ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির সূত্রে জানা গেছে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ শেওড়াতলা মাঠ থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ১২,১৯২০০ টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সকল প্রকার সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার

গাংনীতে ‘হলুদ সাংবাদিকতার’ বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুই কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন উপজেলা কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির

নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। এ সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে সমাবেশ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন শিক্ষক নেতারা।

সমাবেশে শিক্ষক নেতারা বলেন, বিভিন্ন সময় কাজিপুর কলেজে গিয়ে শিক্ষকদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে না পেয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে ভিডিও ধারণ করা নাগরিক টিভির মেহেরপুর প্রতিনিধি রাব্বী আহাম্মেদ ও দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর প্রতিনিধি এসএম তারেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বক্তারা বলেন, শিক্ষকরা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার কারিগর। অথচ রাব্বী আহাম্মেদ ও এসএম তারেক আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে মাস্তানি কায়দায় দুই শিক্ষককে টেনে-হিঁচড়ে গ্রেপ্তার এবং হাতকড়া পরানোর ঘটনায় শিক্ষক সমাজ অপমানিত হয়েছে। তারা বলেন, আইন সবার জন্য সমান হলেও কোনো নাগরিককে অমানবিক বা অসম্মানজনকভাবে গ্রেপ্তার করার ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৮ আগস্ট। গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ/বি.এস.এস পরীক্ষা চলছিল। শিক্ষক সমিতির দেওয়া স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে, এ সময় দুই সাংবাদিক ছাত্র পরিচয়ে মুখে মাস্ক পরে ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন। তারা পরীক্ষার কক্ষে ভিডিও ধারণ করেন বলেও অভিযোগ করেন শিক্ষকরা।

এ সময় কলেজের দুই শিক্ষক—সহকারী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান) মো. মনিরুজ্জামান বিপ্লব এবং সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) মো. রফিকুজ্জামানের সঙ্গে ওই সাংবাদিকদের বাকবিতণ্ডা হয় বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের দাবি, তারা কোনোভাবেই পরীক্ষায় নকলের পক্ষে নন। পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলের কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তারও তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে সাংবাদিকদের কাছে এ ধরনের তথ্য থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে বিধি মেনে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা উচিত ছিল বলে তারা মনে করেন। অনুমতি ছাড়া পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ ও ভিডিও ধারণের মাধ্যমে পরীক্ষার সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তাদের।

শিক্ষকরা বলেন, পরীক্ষা কক্ষের যেমন ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি মারধরেরও ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। রাব্বী আহাম্মেদ ও এসএম তারেককে সেখানে মারধর বা মোবাইল কেড়ে নেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। কোনো কিছু কেড়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটলে তারা পরীক্ষার ভিডিও ফেসবুক বা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ করলেন কীভাবে?

এ ঘটনার পর গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। স্মারকলিপিতে মামলাটির নম্বর ৪৬ এবং তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৬ উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৭৯ ও ১১৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের ওই দুই শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আসামি করা হয়েছে বলে শিক্ষক সমিতি জানিয়েছে।

মামলার পর অভিযুক্ত দুই শিক্ষক মেহেরপুর জেলা আদালতে জামিনের জন্য হাজির হন। শিক্ষক নেতাদের অভিযোগ, আদালত প্রাঙ্গণ থেকে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে এবং পরে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনায় শিক্ষক সমাজের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে বলে সমাবেশে দাবি করা হয়।

শিক্ষক নেতারা বলেন, কোনো শিক্ষক অপরাধ করলে প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে। কিন্তু একজন শিক্ষককে আদালত প্রাঙ্গণে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা কোনোভাবেই পেশাগত মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা ঘটনার তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

স্মারকলিপিতে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের দুই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার, পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিত করা, পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ ও ভিডিও ধারণের অভিযোগ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা—ইউএনও, ট্যাগ অফিসার ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের অনুমতি ছাড়া বহিরাগত সাংবাদিকদের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ বন্ধে প্রশাসনিক নির্দেশনা জারি এবং শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

দাবি পূরণ না হলে আগামীতে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে রাজপথে এর

জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষক নেতারা।

পুলিশের উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা বলেন, এখনো কিছু পুলিশ সদস্য পুরোনো আচরণ থেকে বের হতে পারেনি—এমন অভিযোগ তুলে তাদের ‘মানুষ হওয়ার’ পরামর্শ দিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। একই সঙ্গে শিক্ষক নেতারা বলেছেন, যেসব পুলিশ সদস্য মিথ্যা মামলায় শিক্ষকদের চোর-ডাকাতের মতো গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পরান, তারা যেন নিজেদের সন্তানদের কোনো শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করতে না পাঠান। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত পুলিশের এক এসআইকে শাস্তির আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছেন তারা।

শিক্ষক নেতারা বলেন, পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি অনিয়মের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ও বিধিসম্মতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। কোনো পক্ষ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়—এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা দাবি করেন তারা।

সমাবেশ থেকে শিক্ষক নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তাদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বিশেষ করে মামলা প্রত্যাহার ও শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ না এলে তারা কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন, কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি জামাল হোসেন, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু এবং সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল।

করমদী ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও শিক্ষক নেতা আবু সাদাদ মো. সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খুরশিদা খানম, জুগিন্দা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিমসহ বিভিন্ন কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

গাংনীতে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হবে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ মাস্টারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা আবু সায়েব পল্টু, সাবেক ইউপি সদস্য শফিকুর রহমান টমা, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মুস্তাক আহমেদ, নুর ইসলাম, রাশেদ আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল শাওন, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ, জাসাসের শরীফ আলভী, সাবেক ইউপি সদস্য লিটন, কাথুলী ইউপি বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা, বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক সিরাজুল ইসলামসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিএনপিকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। একই সঙ্গে দলের নেতাকর্মীদের অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, “বিএনপির কমিটি গঠন করে দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। কার কত ভোট রয়েছে, তা সাংগঠনিকভাবে প্রমাণ করতে হবে। তিনি বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, তবে নিজে কোনো অন্যায় করা যাবে না। কোনো অন্যায়ের অভিযোগ থাকলে তা জানালে প্রতিকার না হলে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।”

জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বলেন, “বিএনপিকে ভোট না দিলে কি বিএনপি থাকা যায় না, বিএনপির করা যায়? একটি মহল বিএনপিকে ভোট না দিয়েও দলের পদ-পদবি ব্যবহার করে সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন।”

আলোচনা সভায় বিএনপির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

শেষে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে নেতাকর্মীরা দলকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গাংনীতে অস্ত্র ঠেকিয়ে ভ্যান ও টাকা ছিনতাই

মেহেরপুরের গাংনীতে গলায় দেশীয় অস্ত্র ধরে ভ্যান ও টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার ভোর রাতে উপজেলার বামন্দী- দেবীপুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে। ছিনতাইয়ের শিকার হওয়া তিনজনের বাড়ি উপজেলা কাজীপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া ও দেবীপুর গ্রামে।

স্থানীয়রা জানান, ফজরের আজানের পর এই ধরনের ছিনতাই হবে কেউ ভাবতেও পারেনি। ছিনতাইকারীরা রাস্তায় বাঁশ ঠেকিয়ে গতিরোধ করে

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] (2021) [redacted] [redacted] [redacted]-2021-[redacted] [redacted] [redacted] [

বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নকল বা পরীক্ষায় কোনো ধরনের অসদুপায়ের বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে। একটি সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার কোনো চেষ্টা বরদাশত করা হবে না।

তিনি পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ও কক্ষ পরিদর্শকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা, সততা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন।

এদিকে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও প্রহারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন বাউবির উপাচার্য। একই সঙ্গে ঘটনায় আহত সাংবাদিকদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।

গাংনীতে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সেকমোর প্রেসক্রিপশন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (সেকমো) ডা. মো. রায়হান কবিরের বিরুদ্ধে রোগীর প্রেসক্রিপশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি জীবন মেডিকেয়ার হোম নামের একটি স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা এক রোগীর প্রেসক্রিপশনে মেরোপেনাম (Meropenem) নামের উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত গুরুতর সংক্রমণের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিশেষ বিবেচনায় ব্যবহার করা হয়। ফলে সাধারণ রোগীর প্রেসক্রিপশনে এটি ব্যবহারের অভিযোগে স্থানীয়ভাবে উদ্বেগ ও

আলোচনা তৈরি হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে ডা. মো. রায়হান কবিরের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, “এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক লেখা আমার উচিত নয়। তারপরও আমি লিখেছি, এটা আমার ভুল হয়েছে। এই ধরনের ওষুধ আমরা ব্যবহার করি না, কাউকে লিখিও না। আমার ভুলের মধ্যে এটা একটি ভুল। এর আগে আমি এ ধরনের ভুল করিনি। এই ধরনের মেডিসিন আমি একদমই লিখতে পারি না। আমার ভুল হয়েছে।”

স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অপ্রয়োজনে বা ভুল নিয়মে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বা জীবাণুর ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এতে ভবিষ্যতে সাধারণ সংক্রমণের চিকিৎসাও জটিল হয়ে পড়তে পারে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইউএইচএন্ডএফপিও ডা. একরামুল হক জানান, সেকমো ডা. রায়হান কবিরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ৩০, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর এই তিন দিনের মধ্যে তাঁকে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, “কোনো সেকমো বা চিকিৎসকই এ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক লিখতে পারেন না।”

এ বিষয়ে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন বলেন, যেহেতু ডা. রায়হান কবিরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তাই তাঁর জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।